একটি অসমাপ্ত বিয়ের গল্প

সাইফুল মিরাজ

(কাহিনীটি জীবন থেকে নেয়া। বস্তবতার নিরিখে শুধুমাত্র স্হান, কাল ও পাত্র- পাত্রীদের নাম একটু এদিক- সেদিক করে দেয়া হয়েছে। অতএব, এই কাহিনীর সাথে কোন প্রকার প্রকাশ্য/অপ্রকাশ্য মিল খুঁজে পাওয়া একান্তই পাঠক/পাঠিকার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে পরিগণিত হবে।

বাবা মায়ের শখ তাদের একমাত্র ছেলের বিয়ে দেবেন। দীর্ঘদিন থেকে তাদের এ মনোবাসনা অর্পূণ থেকে যাচ্ছে। ছেলে মোটামুটি সুর্দশণ, দেশ- বিদেশে উচ্চ শিক্ষিত তার উপর প্রথম শ্রেনীর সরকারী র্কমকর্তা। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো ছেলে পণ করেছে বিয়ে করবে না। ধনুক ভাঙ্গা না যেন কি বলে, অনেকটা সে ধরনের। চর্তুদিকের পারিবারিক অশান্তি আর ঝামেলা থেকেই তার এই মহান উপলদ্ধি ০এই বেশ ভাল আছি। খাচ্ছি- দাচ্ছি, ঘুরছি- ফিরছি বা ফিরছি না, কোন ব্যপার না। ইচ্ছে হলেই কাত হয়ে শুতে পারছি, ইচ্ছে হলেই চিত। তাহলে শুধুই কেন ঝামেলা করে ঘরে ঝামেলা টেনে আনা।০ তারপরেও কথা থেকে যায়- পরিবারের একমাত্র ছেলে। তার মা নাকি কোথাও যেতে পারেন না, বোনেরাও না। পরিচিতরা শুধায় ০ছেলে বিয়ে করাবেন না/ভাইকে বিয়ে করাচ্ছেন না কেন?০ বাবা মসজিদে যান কিংবা বাজারে; বন্ধু বান্ধবরা চলতি পথে পর্যন্ত পথ আগলায় ০ভাইসাহেব খুব ভাল একটা মেয়ের সন্ধান ছিল।০ ছেলের ভগ্নিপতিরা পর্যন্ত অস্বস্থিতে পড়েন। ০ পিএইচডি করা শ্যালক কয়জনের আছে? কিন্তু আফসোস! শালার বৌয়ের মুখে দুলাভাই ডাক শুনতে পাচ্ছি না। ০ শুরু হলো নানা ধরনের তদবির- ছেলেকে রাজি করানোর চেষ্টা। বৈধ ও অবৈধ। বৈধ পন্থার মধ্যে- তাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা; ধর্মীয়, সামাজিক ইত্যাদি দৃষ্টিকোন থেকে। বন্ধু বান্ধব, পরিচিতজনদের মাধ্যমে। বৈধ উপায় সচরাচরই ফলপ্রসু হয় না তাই নেয়া হল অবৈধ পন্থা। সেই চিরাচরিত ০ইমোশনাল ব্লাকমেইল।০ ছেলে এবার রাজি। ঠিক আছে করাও বিয়ে- মেয়ে পছন্দ করো কিন্তু শর্ত আছে; মেয়ে দেখা নামক অতি প্রখ্যাত (!) প্রথার মধ্যে যেতে পারব না, ইত্যাদি ইত্যাদি অতি উচ্চ মার্গের কথা।

০ তুই না হয় মেয়ে দেখবি না কিন্তু মেয়ে যদি তোকে দেখতে চায়? আজাকালকার মেয়েরা অনেক স্মার্ট........ ০ বড় বোন জিজ্ঞেস করেন।

০সেক্ষেত্রে ...... সেক্ষেত্রে আমার অবস্থান বলে দিও...........ঐখানে আছে......আমাকে দেখে আসবে......... ০

০ আহা হা...মেয়ের বয়েই গেছে। দাদু তুমি মনে করো মেয়েদের কোন দামই নেই? ০ ছোটবোন ঝাড়ি দেয় (সে ঝাড়ি দিতেই অভ্যস্থ)।

০ আর যদি মেয়ে কথা বলতে চায়? কিংবা মেয়ের গার্ডিয়ান? ০ মেঝ বোনেরও অনেকটা রাগতঃ স্বর।

ʼআচ্ছা ঝামেলা- আচ্ছা.......তারা যদি এসব চায়ই তাহলে তাহলে এমন কোথাও যেখানে যেখানে অন্তত লোক দেখানো লৌকিকতা থাকবে না। ধরো কোন মার্কেট, কিন্তু রেস্টুরেন্ট হতে পারবে না।ʼ ছেলের শর্ত সাপেক্ষ জবাব।

আবার শুরু হলো। এবার পূর্ণদমে। ছেলে মহাধড়িবাজ। সে তার বিয়ের কমিটি করে দিল। পারিবারিক কমিটি। এই কমিটি কোন মেয়ের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছলেই তার কোন আপত্তি নেই। কমিটিতে আছে মা- বাবা, তিনবোন, দুই ভগ্নিপতি, খালা, খালাতো ভাই প্রমুখ লোকজন। ছেলে জানে এরা কোনদিনই ঐক্যমতে পৌছতে পারবে না। সে দেখেনি কোনদিন এদের কোন বিষয়ে একমত হতে। আনেকটা বাংলাদেশের দুই বৃহৎ রাজনইতিক দলের মত। সুতরাং বিয়ে নিয়ে সে মোটামুটি টেনশন ফ্রী। আর কমিটির লোকজন বস্তুঃত হাইপারটেনশনের রোগী হয়ে গেছেন। কারো হাত মিলে নাতো কারো দাঁত, কার শিক্ষা হলে হয় না দীক্ষা। কিন্তু তাই বলে তো আর চেষ্টা থেমে থাকতে পারে না। অতএব চালাও অনুসন্ধান। চলছে চলবে।

ছেলে উচচ শিক্ষিত, জাপানে পিএইচডিরত। মাস খানেকের ছুটিতে রোজার ঈদে দেশে আসছে। আত্নীয়- স্বজন, বন্ধু- বান্ধবদের মাঝে সাজ সাজ রব পরে গেল। হ্যা অনেকটা যুদ্ধের মতই। এবার যে করেই হোক সাইজ করে ফেলতে হবে। আত্নীয়- স্বজন, বন্ধু- বান্ধব সবাই একদিকে। আর ছেলেটি? সেই গানটার মত ʼএকাʼ।

ʼএকলা পুরুষ মাতৃগর্ভে একলা ....পুরুষ চিতায়।ʼ

নচিকেতা বা সুমন বা অঞ্জন কেউ একজন গেয়েছিল। গায়কের নাম সঠিক ভাবে না জানা থাকলেও তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। গানের মর্মার্থ এখন মর্মে মর্মে অনুভব করি। অবাক লাগে ছোট ছোট ভাইবোনগুলো পর্যন্ত বিট্রে করছে। খালাতো ভাইগুলোকে ভেবেছিলাম সাথে পাব। আচার আচরনে তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আজকালকার ছেলে- পেলেরা সব সেয়ানা। যখনি আমার আকাছে আসে আমার কথা বলে আর আড়ালে গেলেই...। তবুও মন্দের ভাল সবসময়ই তো আর বিরোধীতা করে না। তারপরেও কিছুতেই কিছু হয় না। সব আগের মতই রয়ে যায়।

একদিকে আলো তো অন্যদিকে অন্ধকার।

অনেক দিন থেকেই মিলি আপা একটা প্রপোজাল এর কথা বলছিলেন। মেয়ে নাকি সুন্দরী, শিক্ষিত, বাবা ভাল সরকারি চাকুরি করেন। বড় বোনের যতটা পছন্দ ছোটবোন ঠিক ততটাই বিরোধী (কিংবা তারচেয়েও বেশি)। কারন? মেয়ের পৌত্রিক নিবাস। ওখানকার মেয়েগুলো যেন কেমন। আমি মনে মনে হাসি আর নিজের বিচক্ষনতায় মুগ্ধ হই। কি শুভক্ষনেই না কমিটি করে দিয়েছিলাম!! এস এবার ঐক্যমতে। মাঝে মাঝে যে একটু কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় না তা নয়। যখনই দেখি সংলাপের ফলে সমঝোতা হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তখনি নেপথ্য থেকে একটু ভূমিকা পালন করতে হই। একটু উদাহরন দিচ্ছি। বড়বোনের পছন্দ আর ছোটবোনের অপছন্দের ভিত্তিতে গোটা নির্বাচক কমিটি যখন দ্বিধান্বিত এবং উভয়ের বাপক গনসংযোগের ফলে যখন দুইটি প্রকাশ্য পক্ষ বিদ্যমান, তখনি ত্রাণকর্তা হিসেবে মা- বাবা এগিয়ে আসেন। উভয় পক্ষের সংলাপ হয়। লাগাতার এবং

একপর্যায়ে সমঝোতা নিশ্চিত প্রায়। এসময়ই আমাকে প্রেক্ষাপটে আসতে হয়। বড়বোনের কাছে গিয়ে বলি ó বড়া তুমি হলে এ পরিবারের বড় মেয়ে, সবার বড়। ইচ্ছে হলে তুমি তোমার ভাই কে একাই বিয়ে করাতে পার। কারও পছন্দের ধার ধারার প্রয়োজনই আমি দেখি না। অথচ সেই তুমি সামান্য পুচকি ওর কথায়......। ó ব্যস্ এটুকুই যথেষ্ঠ। বড়ার মুখ- চোখ ফুলে যায়। ó তাই তো ও তো পিচ্চি, পুচকা। নাক টিপলে দুধ না হোক একটু পানি অবশ্যই বেরোবে। ওর কথা গ্রাহ্য করার কোন কারনই নেই। এটা ইগো প্রব্লেম।ó আর ছোটবোন কে যেই বলা গেল ó দাদু তুমি তো সাতটা না পাঁচটা না একটা মাত্র ছোট বোন। একমাত্র তুমিই ভাইয়ের বউ কে ভাবি বলে ডাকবে। তোমার যেখানে মত থাকবে না সেখানে বিয়ে!! আমি সেটা ভাবতেই পারছি না। অসম্ভব। তুমি ছোট বলে কি তোমার কোন মান- সম্মান নেই!! ó আর যায় কোথায়? ছোটবোন ঘোষনা দিয়ে দিল ঐ মেয়ের বাপারে কোন বিষয়ে সে নেই। এমনকি বিবাহের মত জটিল ঘটনা ঘটলেও সে আসবে না আসতে পারবে না। অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়ও তড়িৎগতিতে তার বিভিন্ন রকম টিউটোরিয়াল, এসাইনমেন্ট, সেমিস্টার, ফাইনাল ইত্যাদি এসে হাজির হল এবং সে হলে ফিরে গেল। আমি হাফ ছাড়লাম, ছোটকে তো প্রায় রাজিই করিয়ে ফেলেছিল। এবার নিশ্চয়ই ওকে ছাড়া কিছু হচ্ছে না। আর তো মাত্র দিন ১৫, তারপর ভোঁ......।

বিধিবাম! ছোটবোনের মতামত কে অগ্রাহ্য করার মত দুঃসাহস কমিটির লোকজন দেখাতে কার্পন্য করলেন না। গনসংযোগ। সবই গনসংযোগের ফল। তার উপর গোদের উপর বিষফোড়াঁর মত আমার কুটনৈতিক বক্তব্যকে বড়াপু কোট করা শুরু করল ó বড়বোন একাই তার ভাই কে বিয়ে দিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। ó তারউপর ফাঁকা মাঠ। ছোটজন বাসায় নেই, মাঠ পুরোপুরি ফাঁকা। অতএব ঠিক হল বড়জন ব্যতীত যেহেতু কেউই মেয়ে দেখেনি সেহেতু মেয়েটিকে একবার দেখতে হবে। অন্যদিকে মেয়েপক্ষ ও নাকি ছেলে দেখতে চাচ্ছে। মিডিয়া যিনি একাধারে আমার ও বড়াপুর সাবেক কলিগ সম্ভাব্য স্থান ও কাল নির্ধারনে উঠে পড়ে লাগলেন। এবং অবিশাস্য দ্রুত গতিতে তা নির্ধারন হয়ে গেল।

একদিন দুপুর বেলা। নিউমার্কেট এলাকায় ঘোরাঘুরি করছি সাথে কিছু কেনা কাটাও। যাওয়ার সময় হয়ে আসছে এবার যতটা পারা যায় গুছিয়ে রাখাই ভাল। হঠাৎ মোবাইলে ডাক এল। বড়বোন। ó দাদু তুমি কোথায়? ó

ó নিউমার্কেট ।ó

আর্শ্চয্য!! তুমি নিউমার্কেটে কি করছ? রোদের মধ্যে? তাড়াতাড়ি বাসায় যাও।ó বলে না অভ্যাস সহজে যায় না। বড়বোন তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে ধমকে বলেন। আর আমি খানিটা ভীত হই।

ó কেন বাসায় যাব? কি হয়েছে? ó

ó ঐ মেয়ে, মেয়ের মা আর মিলি আপা আজ ৩ টার সময় সেজান পয়েন্ট এ আসবেন। তুমি ও যাবে আব্বা আম্মা আর আন্টির সাথে। ó

“ হে হে, ” আমি বোকার মত একটু হাসি। তারপর বলি “সম্ভব না। আব্বা গেছেন সদরঘাট তহশিল অফিসে, জমি জমা সংক্রান্ত কি কাজে। সন্ধ্যার আগে আসতে পারবেন না। আব্বার সাথে কাওসার (আমার খালাত ভাই এবং জোরালো সমর্থক)। আর কাওসার না গেলে আমি যাই কিভাবে? আর আমি ঠিক নিউমার্কেটেও না...একটু ভিতরে মানে ৩ টার মধ্যে পৌছানো কিছুতেই সম্ভব না..... ”

আমাকে থামিয়ে দিয়ে আপু বলে “আব্বা আর কাওসার এর সাথে যোগাযোগ হয়েছে তারা রওনা হয়েছেন। বাসায়ও সবাই রেডি। আমিও আসছি অফিস থেকে তুমি চলে আস।”

“ আমি আমি গিয়ে কি করব? আর একসাথে এত মানুষ গেলে মানুষ কিভাববে? সেই কনে দেখাই তো হল। সবাই গিয়ে..................। ”

“কোন ভাবা ভাবি নাই। সবাই দূরে থাকবে...শুধু তুমি থাকবে আমার সাথে...ওরাও সপিং করবে আমরাও। ”

“ সপিং করলে আবার মেয়ে দেখা হয় নাকি..................... ”

“ থাপ্পর খাবি চলে আয় এক্ষুনি। ” আপু লাইন কেটে দিল। অনেকবার লক্ষ করেছি। আমার বোনেরা যুক্তিতে না পারলে ববাবরই শক্তির আশ্রয় নেয়।

আমি ঠা ঠা রোদের মধ্যে দাড়িয়ে থাকি। স্বম্বিত ফিরে পেতে মিনিট খানেক সময় লাগে, তারপর প্রায় ২ ডজন রিক্সা, সিএন জি ট্রাই করার পর একজন রিকশাওয়লা রাজি হলেন। রওনা হলাম ফার্মগেটের দিকে। আর মনে মনে রিহার্সাল দিতে লাগলাম কি বলা যায়? কি প্রশ্নের কি উত্তর হতে পারে? সেভ করা দরকার কিনা? কি পরে যাব? কমপ্লিট? পাঞ্জাবি? সার্ট- প্যান্ট? গেঞ্জি না ফতুয়া?

এদিকে রাস্তায় জ্যাম। ঢাকা কলেজ থেকে সাইন্স ল্যাব, গ্রীন রোড, পান্থপথ চৌরাস্তা, আইবিএ হোস্টেল সব জ্যাম পেরিয়ে বাসায় আসতে আসতে পৌনে ৩ টা। প্রচন্ড খিদে পেটে কি কারো সাথে দেখা করা যায়? আর এখন বাসায় গিয়ে খাবার চাওয়া কি ঠিক হবে? আমার জন্যে ঠিক হলেও কি কেউ খাবার দেবে? শঙ্কা আশঙ্কায় বাসায় এসে ঢুকলাম। সবাই রেডি শুধু আমার অপেক্ষা। আব্বা ও কাওসারও এসে পৌচেছে। কাওসার বলল “দাদু মেয়ে তো আসতে পারছে না, তার অফিস আছে.........।”

“আহাহা...। আসতে পারছে না!! এদিকে আমি মনে মনে কত প্লান করলাম...। কি কথা বলব, কিভাবে বলব, কি পরে যাব...... ”

“সবই করতে পারবে তোমার কোন প্লান বৃথা যাবে না” কাওসার জানায়

“মানে? ” আমার মুখ এবার ঝুলে পরে।

“মানে আর কি তুমি ত পুরোটা শুনলেই না...।” মেয়ে ৩ টায় আসতে পারছে না তার ৫ টা পর্যন্ত অফিস...।” তারপর আসবে।

“ আসবে!! ”

“ আসবে। সুতরাং তুমি রেডি হও..... তার আগে ভাত খাও ”

“ হ্যা।” ভাতের কথায় আমি উৎফুল্য হই। ভাত খাই তারপর চিন্তা করি।

ó তারপর সেভ করবে আর গোসল। ó মেঝবোন জোড়া দেয়।

óগোসলোতো করে গেলাম। ó

ó আবার ও করবে, ফ্রেস লাগবে। তাছাড়া তোমার যা চেহারা হইছে...।। ó

ó একটা ঘুম দিলে কেমন হয়? খুব ক্লান্ত আমি ó

ó তাও দিতে পার। ৩০- ৪০ মিনিটের মিনি ঘুম। ó

তাই দিলাম। মিনি ঘুম দেবার বাপারে আমার খ্যাতি প্রবাদ তুল্য। বাস, রিক্সা, সেলুন, অফিস কিংবা ল্যাব সযোগ পেলেই আমি ঘুমাই। ঘুমাতে ভালবাসি। কিন্তু মিনি ঘুম আর হল কই? মিনি নয় মাইক্রো ঘুম ও হল না। কেবল নাক ডাকা শুরু হবে হবে করছে এমন সময় শুরু হল বোনদের ডাকাডাকি। ó দাদু ওঠ রেডি হও।ó অতএব উঠতে হল। রেডি হওয়া নিয়ে মোটামুটি ভাল ভেজালে পড়লাম। এখানেও ঐক্যমতের বিষয়ে মতোবিরোধ। একজন যদি বলে প্যান্ট সার্ট পড়, অন্যজন পাঞ্জাবি।

ó না না পাঞ্জাবিতেই ভাল লাগবে ó

ó আরে না সার্ট প্যান্ট। ó

óনা ফতুয়া। ফতুয়ার মধ্যে একটা বাঙ্গালি বাঙ্গালি ভাব আছে...।। ó

আমি থ্রী কোয়ার্টার প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে বসে আছি। বললাম ó এভাবেই যব। ? থ্রী কোয়ার্টার প্যান্ট আর গেঞ্জির বিষয়ে দেখি সবাই একসাথে ঐক্যমতে পৌছে গেল। óওসব পরে যাওয়া যাবে না।ó বাধ্য হয়ে ফুল প্যান্টই পড়তে হলে। কিন্তু গেঞ্জির বিষয়ে অনঢ় থাকলাম (সব বিষয়ে তো আর ছাড় দেয়া যায় না)।

মা- খালা ৫ টার আগেই চলে গেলেন। আব্বা একপর্যায়ে বাপক উৎসাহী ছিলেন কিন্তু শেষে এসে অবশেষে বেকে বসলেন। যাবেন না। মনে হল একটু মাইন্ড করেছেন কি? সবাই নিজে কে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কি তাকে বলে নি? অনেক রিকোয়েস্টেও কাজ হলো না, উল্টো আমাদের তাড়া দিতে লাগলেন বরাবরের মত।

অগত্যা আমরা বেরোলাম, আমি আর কাওসার। খুব টেনশন হচ্ছিল। পুর্বরাজাবাজার থেকে সেজান পয়েন্ট আসতে আসতে ৩ টা সিগারেট খেয়ে ফেললাম। লোকে বলে সিগারেট নাকি টেনশন কমায়, কই? আমি তো তার কোন প্রমান পাচ্ছি না!! সেজান পয়েন্টে ঢুকতেই দেখি একদিকে আমাদের পক্ষ আর অন্য পাশে মিলি আপা ও এক সুদর্শন ছেলে দাড়িয়ে। আমাদের পক্ষের সাথে চোখা- চোখি করে ও অন্যপক্ষের চোখ এড়িয়ে দোতালায় চলে গেলাম। দাড়ালাম এক্সেসেলেটর এর গোড়ায় এক পিলারের পাশে যে খান থেকে প্রবেশ পথ দেখা যায়। আমি আর কাওসার। হঠাৎ কাসু বলল ó দাদু ঐ পাশে দেখ...।।ó আমাদের ঠিক উল্টো পাশে দুই মেয়ে দাড়ানো এবং তাদের দাড়ানোও সন্দেহজনক। তারাও আমাদের মত বারবার প্রবেশ পথের দিকে নজর রাখছে। সেরেছে! এই কি সেই! ছোটভাই এর বিশ্বাস এই সেই...। আমরা গভীর মনযোগে ডিসপ্লের জামা কাপড় দেখতে লাগলাম আর নজর রাখছি এবার এই মেয়ে দুটোর দিকে। কি করে? হ্যা যা ভেবেছি। পুরোটাই গভীর সন্দেহজনক। তারাও

আমাদের লক্ষ্য করছে, চোরা চাহনিতে। নেমে যাব নাকি? ভাবছি। এই সময় ভাগ্নে চলে এল নিচ থেকে ‘মামা আস, চলে আসছে।।’

‘চলে আসছে? ’ মেয়ে দুটোর দিকে তাকালাম। তারাও আশাহতের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

‘তুমি এলে যে... ’

‘আম্মু পাঠাল ....তাড়াতাড়ি আস’

‘তুমি যাও আসছি’

‘সাথে সাথেই বড়বোনের ফোন এল, ‘এস এসে গেছে, আমরা সামনেরর দিকে যাচ্ছি।’

‘আসছি এগোও’

কাসু কে বললাম ‘চল।’ তারপর গদাই লস্করি চালে এগোলাম। পেছন থেকেই দেখা শুরু করি, দেখতে দেখতে যাই। কোথায় কে? সামনে শুধু বড়া কে দেখা যাচ্ছে। তাও তো একটা ফাস্ট ফুড এ ঢুকে যাচ্ছে। এমন তো কথা ছিল না। বিল কে দেবে? ডাক দিয়ে থামালাম। বললাম ‘করছ কি? ওখানে ঢুকছ কেন? ’

‘ওরাইতো ঢুকলো? ’

‘এহ এ হে...। আচ্ছা ঢুকলে একেবারের পেছনের দোকানটায় ঢোক। আমরা আসছি’

কর্নারের দোকানটা পরিচিত। বেশ ভাল রকমের। বাংলাদেশ এ থাকার সময় প্রায়ই কফি খেতে যেতাম। সবাই গিয়ে সেই দোকানটায় ঢুকলো আর ভাগ্য দেবি সহায় হলেন। সেই মূর্হুতেই দোকানদার বের হয়ে এল। ঠিক যেমনটি চাচ্ছিলাম। আমাকে দেখেই মুখ ভর্তি হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। সাথে সাথে পাশের দকানে ঢুকে যৎসামান্য শলা- পরামশ্য করে নিলাম। তারপর আবার দোতালায় উঠে দেয়াল জোড়া আয়নায় নিজেকে বার কয়েক দেখে, চুল আচঁড়ে পেছনের সিড়ি দিয়ে নেমে এলাম দোকানের ঠিক সামনে। একটু টেনশন যে হচ্ছিল না বললে মিথ্যে বলা হবে। বুকও কাঁপছিল বোধহয় একটু । তারপরও যতটা সম্ভব হাসি মুখে দোকানে ঢুকে সকলের উদ্দেশ্যে একটা কমন সালাম দিয়ে একপাশের চেয়ার টেনে বসতে গেলাম। ওমনি মেঝখালা তার পাশের চেয়ার দেখিয়ে সেখানে বসতে বললেন। বসলাম। কথা শুরু হল মিলি আপাকে দিয়ে। মিলি আপার সাথে কথা বলছি উনি কেমন আছেন, তার হাজব্যান্ড (তিনিও আমার প্রাক্তন সহর্কমী), বাচ্চারা কে কেমন আছে ইত্যাদি। উনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সাথে। এই অমুক, সে তমুক আর ও হচ্ছে ‘তানিয়া রাশেদ রুপা।’ এই প্রথম চোখ তুলে চাইলাম। সে ও তাকাল। দুজনের কি একই সাথে হাত উঠল নাকি! সালাম দেবার জন্য। তারপর আবার মিলি আপার সাথে কথা। আমি কি করছি? কোথায় করছি? দেশে চাকুরির কি অবস্থা? অনেকটা পাত্র সমাচার আর কি। এরই মধ্যেয় মিলি আপা তার কাজিন এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বেশ লম্বা, চওড়া, সুদর্শন, স্মার্ট, সুবেশী ভদ্রলোক। পরিচয়পর্ব শেষে তিনি যেভাবে তার সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন, বেশ ঘাবড়ে গেলাম। উনি উত্তরায় কোন এক প্রাইভেট ইউনিভারসিটির টিচার, বেলজিয়াম না কোথায় যেন পিএইচডির অফার পেয়েছিলেন/করছিলেন কিন্তু ভাল লাগেনি বলে চলে এসেছেন। এখন আবার চেষ্টা করছেন। ইত্যাদি। একবার মনে হল আমাকে

শুনাচ্ছেন পিএইচডির বিষয়ে কোন হেল্প করতে পারি কিনা, কিন্তু তার বলার ভঙ্গি আর চাহনি দেখে মনে হল আমি না তার লক্ষ্য অন্য কেউ বা কেউ কেউ। বুঝতে পারলাম...।। হায় আল্লাহ মিলি আপা এটা কি করলেন!! স্বয়ংবর সভা ভেবেছেন নাকি। একই সাথে দুজন। পালপিটিশন আবার বেড়ে গেল। ঐ পাত্রের কাছে আমি তো কিছুই না। সে যদি হাতি হয় তাহলে আমি কি? মাছি? না মাছিও না...।। চেহারা, চালচলন, বেশভুশা, স্মার্টনেস সব মিলিয়ে আমি পাশ নাম্বারও পাই না। উনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চবেতনধারী আর আমি সরকারের সামান্য চাকর। পোশাকে আশাকে উনি ভদ্র বেশধারী আর আমি কেয়ারলেস। স্পস্ট মনে আছে মার্কেটের গেটে উনি বুকের উপর দুইহাত ভাজ করে কি চমৎকার ভাবে দাড়িয়ে ছিলেন! আর আমি কি করেছি, তা ইতিমধ্যেই পাঠক জানেন। না আর ভাবতে পারছি না আমি হতাশ।

এদিকে আমার মা খালারা শুরু করেছেন চরম ন্যাকামি। মেঝবোনও চলে এসেছেন ও এমন ভাব করছেন যেন সপিং এ এসে আমাদের সাথে দেখা। যদিও তার অভিনয় মোটেই ভাল হচ্ছিল না এবং কারো বুঝতে বাকি ছিলনা তার আসার উদ্দেশ্য বা বিধেয়। যাহোক, যে ন্যাকামির কথা বলছিলাম। আমার মা, খালা আর বড়বোনের সম্মিলিত প্রয়াস ছিল তাতে। তারা মেয়ে, তার মা, মিলি আপা আর তার কাজিন কে খাওয়াবেন। আর তারা খাবেন না। সেকি সাধাসাধি। যেন তারা আমাদের মেহমান। এদিকে আমার মেজাজ তুঙ্গে। আরে তারা কি আমদের গেস্ট নাকি? এটা কি ফর্মাল কিছু? তাহলে তো মেয়েদের বাড়িতে গিয়েই ঘটা করে দেখা হত। তার উপর একজন প্রতিদ্বন্ধী পক্ষকেও সাধা হচ্ছে। বিল টা দেবে কে শুনি?

অপরপক্ষ বোধহয় আমার মনের কথা বুঝলেন। পরাজয় আমাদের পক্ষের হল। সাধাসাধি সব বৃথা। মেয়ে/মেয়ের মা কিছুই নিলেন না। সাধাসাধি পর্বের মধ্যেই মেয়ের মা টুক করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ́তোমার নাম? ́ আমি নাম বলার আগেই আমার মেঝ খালা (আমার পাশের সিটে বসা) আমাকে বললেন ́নাম জিজ্ঞেস করছে। নাম বল, সুন্দর করে বল। ́ যেন আমি দুষ্টু এক ছোট খোকা কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে বলি না বা দুষ্টুমি করে বলি। প্রচন্ড রাগ হচ্ছিল। তারপরেও নাম বললাম। কতটা সুন্দর হল জানিনা।

́আমার নাম সাইফুল...সাইফুল ইসলাম ́ (এভাবেই বলেছিলাম মনে হচ্ছে)

́ওখানে কতদিন আছ? ́

́জাপানে? দুই বছর। ́

́আর কতদিন থাকবে? ́

́আরও তিন বছর কমপক্ষে ́

́ও ́

আড়চখে দেখলাম বড়বোন রুপা কে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কই যায়? একটু পর বড়াপু ফিরে এল। একা। মনে হল চোখ ঈশারায় আমাকে ডাকছে। আমি অবশ্য আকার ঈঙ্গিত বিশেষজ্ঞ কখনই ছিলাম না তাই ওদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আবার আলোচনায় মন দিলাম। ঐ সুবেশি ভদ্রলোক আসর বেশ

জমিয়ে ফেলেছেন, বেশ ভাল বক্তব্য রাখছেন। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। হ্যা মোবাইল। তাকিয়ে দেখি বড়বোনের কল। সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বাইরে এলাম। আপু দাড়ানো। দেখেই ঝাড়ি দিল

0গরু এতক্ষন ধরে ঈশারা করে ডাকছি শুনতে পাস না।0

0ঈশারা শুনব কিভাবে? ঈশারাকি শুনা যায় নাকি?

0কথা কম বলবি। এদিকে আয়, রুপা তোর সাথা বলবে।0 কি আশ্চর্য্য ভাই। আজ কি দিন ঝাড়ির উপর দিয়ে যাবে নাকি?

0কথা বলবে মানে? কি কথা বলবে......।।0 বলতে না বলতেই রুপার কাছাকাছি চলে এলাম। আর বড়াপু ঠিক নাটক সিনেমার মা/বোনদের মত কাজ করলেন 0তোমরা কথা বল, আমি আসছি0 বলে চলে গেলেন।

আমরা দুজন দাড়িয়ে রইলাম। ৩০ সে. মত। নিরব, নিশ্চুপ...হয়ত দুজনেই ভাবছিলাম কে বা কিভাবে শুরু করব। আমিই নিরবতা ভাংলাম, অসীম সাহসিকতা দেখিয়ে।

0ওয়েল, আই ডন্ নো হাউ টু ....হায় হায় কি করছি ইংরেজী বলছি!! ইংলিশ বলাতো নিষেধ। আমি ভুল ভাল ইংলিশ বলি দেখে ছোটবোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যে কয়দিন বাংলাদেশে আছি ইংরেজী বলা যাবে না। আর এই মেয়ের সামনে। অসম্ভব। ভাববে ফুটানি করছি। সাথে সাথে নিজেকে শুধরালাম। গলায় যথাসম্ভব মাধুর্য্য আর গম্ভরীতা মিশিয়ে বললাম 0আসলে আমি...।। এনিওয়ে কি করছেন আপনি এখন? 0 আমার চোখ সেজান পয়েন্ট এর ফ্লোরের কারুকার্যে মুগ্ধ।

0আমি একটা বায়িং হাউজে জব করছি। রিসেন্টলি জয়েন করলাম। আর এমবিএ করছি সাউথ ইস্ট ইউনিভারসিটিতে।0

চোখ তুলে এবার তাকাতে হলো। না হলে ভাবতে পারে পাত্তা দিচ্ছি না। কথায় যেন পড়েছিলাম 0মেয়েদের মান অপমান বোধ প্রবল।0 সুন্দরী, লাবন্যময়ী, সুহাসিনী, সুনয়নীনি যা যা উপমা দেয়া যেতে পারে সবই দেয়া সম্ভব। দোকানের ভিতর যে দু একবার তাকাইনি তা নয়, তখন এত কিছু চোখে পড়েনি। আর অত মানুষের মধ্যে কি সেভাবে দেখা যায়? এবার দেখলাম আর দেখা মাত্রই চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। বেশিক্ষন তাকিয়ে থাকলে আবার কি মনে করে কে জানে?

এদিক সেদিক দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলাম 0আর পড়াশুনা করার ইচ্ছে আছে? পি এইচ ডি? 0

0এম বি এ টাই শেষ করতে পারছি না। তার উপর জব।0

0ও, আর কতদিন লাগবে? 0

0আসলে ....উনি কি কি যেন বললেন, আমি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কি জানি কেন?

0ও আচ্ছা।0

0আপনার কি অবস্থা ওখানে? 0

0আমার? পড়া- শুনা একটুও ভাল লাগে না। কি হবে এত পড়ে? 0

উনি হাসলেন।

0আশেপাশের লোকজন কি আমাদের লক্ষ্য করছে?0 আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি।।

Óআমারও তো তাই মনে হয়।Ó
এসময় বড়াপু ফিরে আসে। Óচলো নামাজের সময় হয়ে গেছে। সবাই উঠতে চাচ্ছে।Ó
আমরা ফিরে এলাম। সামান্য কিছু কথাবার্তা হল। প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক। বড়াপু বায়োডাটা হাত বদল করলো। আমাদের পক্ষ থেকে আরেক প্রস্থ খাবার সাধাসাধি হল এবং এবারেও বিফল হবার পর সবাই উঠলেন। রুপাও। ঠিক উঠার সময় আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন Óনামটা তো জানা হলো না।Ó মিরাজ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম। সাথে ফ্রী হিসেবে সামান্য হাসি। সেও সামান্য হাসি ফ্রী দিয়ে সবার সাথে বের হয়ে গেল। আমি আমার কাজিনসহ বসে থাকলাম। কফির অর্ডার দিয়ে একজন কে ঈশারা করলাম বাইরে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আসতে। গোয়েন্দা রির্পোট এল ঐ মেয়ে আর ঐ ছেলে গেটে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, মিলি আপা বা তার মা পাশে নেই। সাবাশ মিলি আপা, ভালই দেখালেন, একবারে দুই পাত্র দেখালেন আর বিলটা কিনা আমার একাই দেয়া লাগছে।
আমি আর কাসু মিলে এসব এ ফিস ফাস করছিলাম। হঠাৎ করে দোকানদার ছেলেটি এসে যোগ দিল আমাদের সাথে। Óমেয়ে কি ভাইয়ের জন্যে দেখলেন? Ó
Ó হ্যা হ্যা তুমি বুঝলা কেমনে? আমি জিজ্ঞেস করি Ó
Ó আরে বুঝব না? কি কন? এইখানে খবর হয়ে গেছে না? সবাই বুঝছে। Ó
Ó অ্যা!! সবাই বুঝছে? আমি অবাক হই। তা মেয়ে কেমন দেখলা? Ó
Ó সুন্দর তয় আপনের সাথে মানাইব না। কেমন যেন গম্ভীর। Ó
Ó আরে ধুর আমার লাইগা না...আমার কাজিনের জন্য ঐ যে ঐ পাশে যে বসছিল। Ó
Óতাই নাকি?!! আরে আমরা তো আরো আপনের কথাই ভাবতেছিলাম। সবাই বলাবলি করছিল আপনেই হইবেন।Ó
Ó আরে না না...। আমি তাড়াতাড়ি সামাল দেই পরিস্থিতি বেসামাল হবার আগেই। ঐ কাজিনটার জন্যে। আমরা শুধু আরেঞ্জ করে দিলাম। Ó
Ó ও আচ্ছা। তাইলে ভাল। Ó
Ó ক্যান? আমার সাথে হইলে ভাল হইত না ক্যান? Ó
Ó কিছু মনে কইরেন না...। মানে কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর দেখায়...আপনে যেমন ঠিক অমন না। মনে হয় মিলত না Ó
Ó হা হা হা...বেশ উচ্চস্বরেই হাসলাম...। তারপর বললাম কফি দাও।
কাওসার কে নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে, খিদেটা বেশ চাগিয়ে রাত নটার দিকে বাসায় ফিরলাম। ফিরতেই সবাই বীর বিক্রমে এগিয়ে এল। চোখে মুখে জিজ্ঞাসা। মা কাউকে সুযোগ দিতে রাজি নন। উনিই হাস্যমুখে খানিকটা ভুমিকা সহকারে জিজ্ঞেস করলেন Ó কেমন দেখলা? Ó
Óকথাবার্তা পরে আগে Ó আব্বাকে ৫৮০ টাকা দিতে বলো। Ó
Ó ক্যান? ওহ হো...। Ó

ó আমি তো টাকা আগে থেকেই রেডি রাখছি। ó আব্বা হাসতে হাসতে...বলেন। ó মাত্র ৫৮০ আমি তো ভাবছিলাম আরও বেশি হবে। ó

ó আরো অনেক বেশি হত ভাগ্য ভাল তারা কিছু খান নি। ó

এখানে একটু খটকা লাগা স্বাভাবিক। কিসের টাকা? আসলে আমার মা- বাবার সাথে বিবাহ বিষয়ে আমার সামান্য একটু কথার্বাতা ছিল। সেটা এরকম বিয়ে সংক্রান্ত কোন কাজে আমি কোনো খরচ করবো না। সে মেয়ে দেখা হোক বা বিয়ে। আমার বাবা সেই শর্ত সাথে সাথে মেনে নিয়েছিলেন। তার অতি উৎসল্য দেখে আমি সেই সাথে আর একটু যৎসামান্য র্শত যোগ করে দিয়েছিলাম। ó মনে রাখবেন, বিয়ের আগে বা পরে কোনো প্রকারের খরচ কিন্তু আমি করতে পারব না। ó আরে তাতেও দেখি রাজি। আরও ডিটেলস করলাম। বিয়ে শুরু মানে মেয়ে দেখা, এঙ্গেজমেন্ট, গায়ে হলুদ, বিয়ে, বউভাত ও তার পরবর্তী মানে বউএর ভরন পোষন ইত্যাদি ইত্যাদি......। আব্বা রাজি। óআব্বা বুইঝেন বউ পালা আর হাতি পালা কিন্তু সমান কথা...। ó

ó হু বুঝছি...। আমার হাতি পালার অনেক দিনের শখ। তুমি খালি একটা হাতি আনার ব্যবস্থা কর। ó

এরপর আর কথা থাকে না। থাকতে পারে না। অগত্যা আমি রাজি হই। সে অনেক আগের কথা। আর আমি যেহেতু কথার বাইরে যেতে পারি না। মানে আমি সবসময় কথা রাখতে পছন্দ করি, অতএব টাকাটা আমার নিতেই হয়। লেনদেনের বিষয়টা ক্লিয়ার করতে করতে আব্বা জিজ্ঞেস করেন

ó তা বললা না মেয়ে কেমন? ó

ó ভাল ó

óতোমার পছন্দ হইছে? আব্বা- আম্মা প্রায় একসাথে ঝুঁকে পড়েন আর বড়বোন মুখে তৃপ্তি ও বিজয়ীর হাসি নিয়ে এদিক ওদিক তাকান।

ভাত মাখতে মাখতে বলি, óপছন্দ অপছন্দের কথা তো বলিনি। ó

ó ঐ যে বললা ভাল ó

ó আহহা...। আর একজনের মেয়ে কে আমি খারাপ বলতে যাব কেন...? চেনা নেই জানা নেই ফট করে বলে দেব খারাপ? ó

ó অত পেচাচ্ছিস কেন? ó মেঝবোন ধমকে ওঠে। মাঝামাঝি হয়ে বড়ো বিপদে পড়েছি, সবসময় ঝুঁকির মুখে থাকতে হয়। óপছন্দ হয়েছে কিনা বল।ó

ó দ্যাখো আমার পছন্দ অপছন্দের কিছু নাই। তোমাদের যা ভাল মনে হয় তাই করো। ó

ó তারমানে পছন্দ হইছে। ó বড়বোন দাঁত বের কোরে বিজয়ীর হাসি হাসেন। লে হালুয়া। কোথায় কি? কোথায় রাগ হয়ে বলছি কিনা তাই তো বুঝছে না।।

ó মেয়ে সুন্দর আছে, পড়াশুনা জানা, বাবাও ভাল জব করেন। ó বড়বোন সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন...। আর বাড়তে দেয়া যায় না...।

ό রাখ রাখ ό বরফাকে আর আগে বাড়তে দেই না। ό তার আগে খোঁজ নাও মেয়ে পক্ষের ছেলে পছন্দ হয়েছে কিনা। দেখা গেল তোমরা বিরাট হইচই শুরু করে দিয়েছ আর ও দিকে তাদের ছেলে পছন্দই হয়নি...। কিংবা মেয়ের ইয়ে আছে। ό আমি শেষ অস্ত্র ছুড়ি।

ό জী না জনাব। ό বরফা হাসিমুখে জবাব দেয়। ό মিলি আপা ফোন করেছিলেন, মেয়ের মা বলেছেন ছেলে নাকি তাদের খুব- ই পছন্দ হইছে। খুব ই...। ό

ό অ্যা অ্যা! এবার আমি ভ্যাবাচ্যাকা খাই......।। ό তারপর মনে জোর করে জোর ফিরিয়ে আনি। ό আরে ধুর ধুর! মেয়ের মায়ের পছন্দ দিয়ে কি হবে। সে কি সংসার করবে নাকি? মেয়ের পছন্দ অপছন্দই আসল। ό মনে মনে হাসি মোক্ষম অস্ত্র ছুড়ে দিয়েছি।

ό তোর মত আর কি। মেয়ে জনে জনে বলে বেড়াবে ঐ ছেলে আমার পছন্দ সেই ছেলে অপছন্দ। ওর কি লাজ লজ্জা নেই? ও এমনিতেই একটু লাজুক। ό

όএ্যা ό..আমার শুধু অবাক হবার পালা আজ। একটু লাজুক!! όবেশ, মনে হচ্ছে তোমাদের মনে ধরেছে। গুড তাহলে আর দেরি কিসের? যাও কর্মযজ্ঞে নেমে পড়। ό আমি অনেকটা রাগতঃ স্বরে বলার চেষ্টা করি।

বড়াপু রাগটাকে সম্পুর্ন ওভারলুক করে পুরো লুকটা দেয় কাজে নেমে পড়ার বিষয়ে। ό হু মিলি আপা বলল তারা দু দিন সময় চেয়েছেন। সব ফাইনাল করার জন্য। ό

ό হ্যা বুঝেছি, ফাইনালই তো- আমি ফাইনাল ό বলতে বলতে বেসিনের দিকে যাই আর মনে মনে চিন্তা করি ফাইনাল এ কিভাবে জয় লাভ করা যায়।

এদিক ওদিকে সবাই যখন ফাইনাল ফাইনাল করছে তখন আমারও নতুন করে সবকিছু আবার চিন্তা ভাবনা করতে হয়। সবকিছু বাদ দিয়ে ভাবতে বসি। সে এক অদ্ভুত অনুভুতি খেতে পারিনা, ঘুমাতে পারি না, এত দিন পর দেশে আসা তবুও বন্ধুদের আড্ডায় যাই না, এমন কি কার সাথে ফোনেও কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সারাদিন শুয়ে শুয়ে নানা চিন্তা করি। চোখ বন্ধ করে মেয়েটির মুখ মনে করার চেষ্টা করি। পারি না? চোখের সামনে ভাসে না। কেমন যেন অস্থির লাগে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি ό এ যাত্রা পার করে দাও, যার মুখই মনে করতে পারি না তার সাথে আর কি ই বা করা সম্ভব। ό মনে মনে দুইদিন পার হবার অপেক্ষা করি আর অপেক্ষা করি নেগেটিভ কোন কিছু শোনার। এ যাত্রা বেঁচে গেলে, পিএইচডি শেষ না করে আর আসছি না। এক রাতে খাবার টেবিলে বড়বোন আপডেট জানায় ό মেয়ের বাবার সাথে কথা হয়েছে, তিনি আরও ২/১ দিন সময় চেয়েছেন। উনি সবার ছোটতো ফ্যামিলির সবার সাথে কথা বলা দরকার। ό

আমি এবার খেঁপে যাই, ό মশকরা আর কি? তোমরা কি পাইছ? ওরা ঘুরাইবো আর তোমরা ঘুরবা? ক্যান, ঐ মেয়ের মধ্যে কি পাইছ? সে ছাড়া কি আর কোন মেয়ে নাই? আর বিয়ে কি এই মূহুর্তেই করতে হবে? ό

ছোটবোনও তাল দেয় সুযোগ বুঝে, ó হু আমরা বসে থাকি তাদের ফাইনাল ডিসিশন এর আশায় আর কি? কেন তোমরা অন্য জায়গায় দেখ। আর দাদুকে কি এইবারই বিয়ে করাতে হবে এমন কোন কথা আছে? ó

বড়দুলাভাইও এবার দেখি আমার পক্ষালম্বন করেন। ó তাইতো মিরাজ পিএইচডি কম্পিলিট করে আসুক। তারপরে দেখা যাবে। আর তোমরাও এদিকে দেখে শুনে রাখো। ó

সুযোগ পেয়ে ছোটবোন সাথে সাথে স্বমুর্তিতে আবির্ভাব হয় ó তাইতো ছেলে নিয়া তোমরা পানিতে পড়ছ নাকি? ó

আমার মনে আশার সঞ্চার হয়। এইতো মতবিরোধের শুরু। আল্লাহতায়ালা প্রার্থর্না শুনেছেন বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু বড়াপু বাগড়া দেয় তৎক্ষনাৎ ó এবার না পারলে ওকে আর রাজি করানো যাবে মনে করছ? আর ও রাজি থাকলে ও মেয়ে পাওয়া কষ্টকর। পিএইচডি করা ছেলের জন্য মেয়ে পেতে খবর আছে। ó

ó কেন? তখন আরও বেটার মেয়ে পাওয়া যাবে। ó

ó বলেছে তোমাকে? সবাই ভাববে ছেলের বয়স বেশি। পিএইচডি যখন করে ফেলেছে……… ó

ó কই ওর পিএইচডি তো ৩০- ৩১ বৎসর বয়সেই হয়ে যাবে। ó দুলাভাই জোরালো ভাবে তার বক্তব্য পেশ করতে চেষ্টা করেন।

বড়াপু ও সাথে সাথে তেড়ে ফুড়ে ওঠে ó আরে ধুর ধুর, মানুষ কি বয়স জেনে বসে থাকে নাকি? ডিগ্রী ফিগ্রি দেখলেই টাস্কি খাবে। তাছাড়া ওর টাক ও পড়ে যাচ্ছে। টাকওয়ালা ছেলে কে কোন মেয়েই বিয়ে করবে না। ó এবার আমিও সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ি। আসলেই টাক পড়ে যাচ্ছে, সেদিন সেলুনে আমার নিজের মাথা আমি নিজেই চিনতে পারিনি। তবুও…স্বাধীনতাহীনতার বেড়াজালে আটকা পরতে ইচ্ছে করে না। শেষ পর্যন্ত বড়াপু আর দুলাভাইয়ের অবশ্যসম্ভাবী যুদ্ধ থামাতে আমাকেই এগিয়ে আসতে হয়।

ó থামেন থামেন আপনারা।। বল আপু আমাকে কি করতে হবে? ó

ó তোমার তো অনেক জানাশুনা একটু খোঁজ নাও। ó

ó কি খোঁজ?

ó আরে মেয়ের ব্যাপারে, একজনের কথায় কি চলে? ó

ó কোন মেয়ে? নতুন কেউ নাকি?!! ó

ó ন্যাকামি করিস না…যে মেয়ের বিষয়ে কথা বার্তা চলছে, রুপা।দেখি কত পারিস। ó

এবার আঁতে ঘা লাগে। একটা মেয়ের খোঁজ বের করতে পারব না! কথা হলো? একবার ঘড়ির দিকে তাকাই। রাত সাড়ে এগারটা বাজে। সম্ভব। আর তাছাড়া কেঁচো খুড়তে যদি সাপ ব্যাঙ কিছু বের হয় তাহলে তো কথাই নেই।

নিয়ে আসো মেয়ের বায়োডাটা। এবার বায়োডাটাটা দেখতেই হয়। হুম্ ম ছবিও আছে দেখছি। সুন্দর পোছ দিয়ে। পৌত্রিক নিবাসের দিকে নজর দেই। স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, বাবার পরিচয়। মুখে

এবার মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। কোন ব্যাপারই না। পাত্তা লাগাচ্ছি ২৪ ঘন্টার মধ্যে। স্থায়ী ঠিকানা বগুড়া, বাবা চাকুরী করতেন ধান গবেষনায়, সেখানেই বেড়ে ওঠা, পড়াশুনা গাজীপুরে। মূহুর্তের মধ্যে মাথায় চলে এল কোথায় কাকে বলতে হবে। বগুড়ায় রাজু, সোহেল, গাজীপুরে বারি, ব্রি এর শাপলাপু, মুকুল ভাই, আনোয়ার ভাই, হাসান ভাই ইত্যাদি ইত্যাদি। যেই চিন্তা সেই কাজ। রেসপন্সও পাওয়া গেল ব্যাপক। এসব ব্যাপারে দেখি সবাই বেশ উৎসাহী। 0 বস ১৪ ঘন্টার মধ্যে নিউজ দিচ্ছি তুই কোন চিন্তা করিস না 0 0 কাল সন্ধ্যার মধ্যে আপডেট পাবি।0 0 তুমি খালি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও নারী নক্ষত্র সহ বের করে ফেলব0 ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বার বার একটা বিষয়ে ইংগিত করার চেষ্টা করি ঈয়ে টিয়ে, যদি পাওয়া যায়। তাহলেই কেল্লাফতে। সবাই আশ্বাস দেয় তারা বিশেষভাবে ঐ বিষয়টার দিকে নজর দেবে। অগত্যা আমি নাকে তেল না দিয়েই ঘুমাতে যাই (তেল দিলে ঘুম আরও খারাপ হয়, পরিক্ষীত)। সকলেই বেশ কর্মনিষ্ঠতার পরিচয় দেয়, অতি অল্প সময়েই। অনেক তথ্য যাচিত এবং অযাচিত।

0শোন, রাশেদ আঙ্কেল অনেক ভাল মানুষ, মাই ডিয়ার লোক। BRRI তে PSO ছিলেন এখন BARC তে ডিরেক্টর। মোটামুটি লম্বা কিন্তু কাল...।। কিন্তু মেয়ে ত শুনলাম ফরসা।0

0মেয়ে কোথায় যেন চাকুরী করে। প্রাইভেট ফার্মে। বেতন তো বোধহয় ভালোই পায়।0

0মেয়ে লম্বা আছে, ছাত্রীও খারাপ না। SSC গাজীপুর থেকে পাশ করেছে, হু পাশই করেছে নাহলে HSC পাশ করলো কিভাবে?? 0 এমন সব নানা ধরনের তথ্য- উপাত্ত আসতে লাগল, লাগাতার। আরে বাবা আমি তো এর অনেকটাই জানি। মেয়েও তো দেখলাম (যদিও আমার শুভানুধ্যায়ীরা জানে না) । যদিও বাবা কাল, লম্বা এটা নতুন তথ্য। কিন্তু আমি যা চাই, ঈয়ে টিয়ে। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করি।

0দাড়া দাড়া মুকুল ওসব বের করছে মুকুল যে চিজ কিছু না থাকলে ও কিছু বের করতে পারে আর থালে তো কথাই নাই।0

বাহ বেশ। মুকুল ভাই এর আমার আস্থা আছে। সে পারবে, সেই পারবে।

বগুড়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য খুব একটা কাজের হল না। 0বস তারা ত দীর্ঘদিন এখানে থাকে না, জাস্ট নামেই আছে। বাইরে বাইরে থাকে। এখন ঢাকায়। মাঝে মাঝে আসে।0 অতএব গাজীপুরের রিপোর্টের অপেক্ষায় থাকি।

এদিকে আমাদের পক্ষের লোকজন অস্থির। ছেলেকে যে করেই হোক এবার বিয়ে করাতে হবে। এবার না করালে সে ফস্কে যাবে। যতই দিন এগিয়ে আসছে আমার চলে আসার তারা ততই অস্থির হয়ে যাচ্ছেন। সে এক দেখার মত দৃশ্য। আমার মা যাবতীয় কথার উপসংহারে আমার বিয়ে প্রসঙ্গে চলে যান। মাত্র এক সপ্তাহ বাকি আমার ফ্লাইটের। অন্যদিকে ঐ মেয়ের বাবা নাকি প্রতিদিনই ফোনে ১ দিন ১ দিন করে সময় নিচ্ছেন। মা- বাবা- বোনদের বলি 0এবার বাদ দাও, নেক্সট টাইম দেখা যাবে।0

0নেক্সট টাইম কবে সেটা ক্লিয়ার কর। কতদিন পরে আসবি?

 0 আরে চান্স পেলেই চলে আসব। প্রমোশনের একটা আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে, সত্যি হলে তো আসাই লাগবে। এমন ও হতে পারে ৬ মাসের মধ্যে।0

তারা নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে আশায় আশ্বস্থ হন। আমাকে বিদায় দেবার পরপরই নবদ্যমে ঝাপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। চলে আসার ৩ দিন আগে মিলি আপা ফোন করেন বড়াপুকে 6নাসরিন, ছেলে নাকি তাদের খুব পছন্দ কিন্তু আত্মীয় স্বজন বলছেন এত তাড়াতাড়ি ২- ১ দিনের মধ্যে কিভাবে সম্ভব? কোন প্রিপারেশন নাই। মাস ছয়েক পড়ে হলে ভাল হয়। তোমরা কি করবা? 6
6আপা, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে হল উপরআল্লাহর হাতে। এখানে কারও কিছু করার নেই। যেখানে আছে সেখানেই হবে। দেখা যাক। ও তো এই ২৫ তারিখ চলে যাচ্ছে। আমরা আপাতত আর এসব ভাবছি না। অনেক থাঙ্কস আপা।6
বড়বোনের বিচক্ষনতায় মুগ্ধ হই। বলে ফেললেই গেছিলাম আর কি। আহা ভাবতেই ভাললাগছে এই আমি সেই আগের আমিই আছি, ঠিক আগের মত......।। তবে মাঝে মাঝে এখন ও খারাপ লাগে, কষ্ট হয়। না, বিয়েটা হয়নি বলে নয়। ঐ ৫৮০ টাকার জন্য।
Email: vetkbms@yahoo.com; URL: www.freewebs.com/vetkbm